যুগান্তর

তারিখ 12 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৬

মংলায় সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

মংলা প্রতিনিধি

মংলায় প্রাথমিক সহকারী এক শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তার লাগামহীন অনিয়মের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ওই সহকারী শিক্ষা অফিসারের প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা। তাদের অভিযোগ নানা প্রতিবন্ধকতা, অব্যবস্থা আর দুর্নীতির কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। ফলে একদিকে প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ শিক্ষকরা অন্যদিকে কোমলমতি শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা থেকে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, মংলা উপজেলায় বর্তমানে ৭০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৩২টি পুরাতন সরকারি ও ৩৮টি নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। এ বিদ্যালয়গুলো দেখভালের জন্য রয়েছেন ১ জন উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও ৩ জন সহকারী শিক্ষা অফিসার। এদের মধ্যে সিনিয়র সহকারী শিক্ষা অফিসার পুষ্পজিৎ মণ্ডল মংলার বিদ্যারবাহন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক লাবনী মণ্ডলকে বিয়ে করে দিগরাজ এলাকায় বাড়ি করেন। তিনি সরকারি বিধান বহির্ভূত নিজ বাড়ির এলাকায় পোস্টিং নিয়ে মংলার জামাই পরিচয় দিয়ে দেদারসে চাঁদাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রতি বিদ্যালয়ের স্লিপ ও সিএফএস বরাদ্দ থেকে ভ্যাট বাদ দিয়ে বিল করলেও পুনরায় প্রতি প্রধান শিক্ষকের নিকট থেকে অন্তত ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা হারে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। ওই কর্মকর্তা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি ও ডেপুটেশনের প্রস্তাব দিয়ে ১০ থেক ২০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এছাড়া ওই পুষ্পজিৎ ক্লাস্টার ট্রেনিংয়ের টাকা খরচ না করে যে বিদ্যালয়ে ট্রেনিং আয়োজন করেন সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট থেকে খাবারের ব্যবস্থা করে কোনোভাবে ট্রেনিং করিয়ে বরাদ্দকৃত টাকার সিংহভাগ আত্মসাৎ করেন। এখানেই তার দুর্নীতি শেষ নয়। পরীক্ষার ফি, প্রশ্নপত্র বিতরণ ও তাদের গাড়ির তেল ও বিভিন্ন ভ্রমণের ভুয়া বিল করে হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন। তার এহেন অপরাধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো শিক্ষক প্রতিবাদ করলে তাকে দেখে নেয়ার হুমকি দেন ওই কর্মকর্তা। ইতিমধ্যে তিনি তার নিজস্ব পাওয়ার খাটিয়ে মিটিং চত্বরে উপস্থিত হওয়া প্রধান শিক্ষকদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কতিপয় শিক্ষককে নিয়ে মিটিং শুরু করেন। এতে মংলার সব সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা তার বিরুদ্ধে আলটিমেটাম দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, আগামী ১৭ অক্টোবর সব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে গিয়ে যাবতীয় সরকারি কর্মকাণ্ড চেয়ারে না বসে দাঁড়িয়ে পালন করবেন। চলতি অক্টোবরের মাসিক মিটিং তারা দাঁড়িয়ে করবেন। এছাড়া ওই দুর্নীতিবাজ শিক্ষা কর্মকর্তার অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত তারা বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

ফুঁসে উঠছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা

এছাড়া মংলার দুর্নীতিবাজ শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও নির্বাতিত শিক্ষকদের পক্ষ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এ ব্যাপারে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতাদের সঙ্গে আলাপ করলে তারা জানান, বর্তমানে মংলায় কর্মরত সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তারা ঘুষ আর দুর্নীতির রাম-রাজত্ব কায়েম করেছেন। কেউ তাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পান না। যদি কেউ মুখ খোলেন তাকে দূর-দুরত্বে বদলি করিয়ে হয়রানি করেন। তাছাড়া তাকে বিভাগীয় মামলা দিয়ে হয়রানি করার হুমকি দেন। এব্যাপারে অভিযুক্ত সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পুষ্পজিৎ মণ্ডলের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি ভ্যাটের টাকা নেয়ার কথা ও ক্লাস্টারের কিছু অনিয়মের কথা স্বীকার করেন। তবে উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুন্নাহারের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি জানান, সহকারী শিক্ষা অফিসারদের বিরুদ্ধে তিনি শিক্ষক ও সভাপতিদের মাধ্যমে অভিযোগ পেয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। একই সঙ্গে মংলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেগবান করতে তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে আলাপ করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন।